ঐশতাত্ত্বিক শব্দকোষ

অধিকার : যে কোন অধিকার ঈশ্বর থেকেই আগত ; আর তিনি অধিকারপ্রাপ্ত সকল মানুষকে পরীক্ষা করবেন তারা সেই অধিকার ভাল মত অনুশীলন করেছে কিনা। স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত অধিকার পুনরুত্থিত খ্রীষ্টতেই আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু মণ্ডলীগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার পিতরকে ও স্বয়ং ভক্তমণ্ডলীকেও দেওয়া আছে; তেমন অধিকার প্রভুত্ব চালানো নয়, সেবা করায়ই প্রকাশ পাবার কথা (প্রজ্ঞা ৬:৩; মথি ১৬:১৯; ১৮:১৮; ২৮:১৮; মার্ক ১০:৪২–৪৩)।

অনন্ত জীবন : খ্রীষ্ট নিজেই জীবন ; যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী, তাদের তিনি জীবন দান করেন। তেমন জীবন এজন্যই অনন্ত যে, বিশ্বাসী ইতিমধ্যে ঈশ্বরের সনাতন-অনন্ত পরিবেশে প্রবেশ করেছে। অনন্ত জীবনের পরম সিদ্ধি শেষ পুনরুত্থান কালেই ঘটবে (যোহন ১:৪; ৩:১৫, ৩৬; ৬:৪০, ৫৪; ১ করি ১৫:৪২; ২ করি ৪:১৭)।

অনুগ্রহ : মঙ্গলময় বলে ঈশ্বর মানুষের উপর আপন অনুগ্রহ বর্ষণ করেন ; তেমন অনুগ্রহ পাপী মানুষের পক্ষে অপ্রত্যাশিত ; এজন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র হওয়ায়ই মানুষের আনন্দ। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ-দানগুলিও তাঁর মঙ্গলময়তার পরম প্রকাশ (যোহন ১:১৪, ১৭; ১ করি ১২; ফিলি ১:২; প্রত্যা ২২:২১)।

অন্ধকার : দ্রঃ 'আলো'।

অপদূত : দ্রঃ 'আত্মা' (গ)।

অবশিষ্টাংশ : নবীদের লেখায় গুরুত্বপূর্ণ এই নতুন ধারণা ভেসে ওঠে যে, নিজ অবিশ্বস্ততার কারণে ইস্রায়েলকে শাস্তিভোগ করতে হবেই, তবু তার একটা অবশিষ্টাংশ রেহাই পাবে যারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রেখে চলবে; মসীহকালের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তেমন অবশিষ্টাংশের মানুষেরাই বিশেষ ভূমিকা অনুশীলন করবে (ইসা ১০:১৯–২১; এজে ৬:৮–১০; আমোস ৯:৮–১০; জাখা ১৩:৮–১০)।

অভিষেক : প্রাচীন ইস্রায়েলে রাজাকে তৈলাভিষিক্ত করেই পবিত্রিত ব্যক্তি করা হত; ভাবী পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়ে ঈশ্বরের মনোনীত রাজাকে 'সেই অভিষিক্ত' (অর্থাৎ 'মসীহ' কিংবা 'খ্রীষ্ট') হওয়ার কথা ছিল। পরবর্তীকালে মহাযাজককেও অভিষিক্ত করা হত, এবং নির্বাসনের পরে সকল যাজককেও অভিষিক্ত করার প্রথা প্রচলিত হল (যাত্রা ২৯:৭; ১ সামু ১০:১; ১৬:১; ২ সামু ১৯:২২; সাম ১৩২:১০; শিষ্য ২:৩৬)।

অমরতা : দ্রঃ 'মৃত্যু'।

অর্থদান (ভিক্ষা, দয়াধর্ম, দানশীলতা) : প্রার্থনা ও উপবাসের সঙ্গে অর্থদানই ইহুদীধর্মের তিন প্রধান সৎকর্মের একটা। এবিষয়ে যীশু মানুষকে সতর্ক করেন যেন অর্থদান অনুশীলনে ভণ্ডামি না দেখা দেয় ; কিন্তু সাধু লুকই বিশেষভাবে গরিবদের প্রতি দানশীলতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। অর্থদান অনুশীলনে সাধু পল উপযুক্ত নির্দেশাবলি জারি করেন (মথি ৬:২–৪; মার্ক ১২:৪১–৪৪; লুক ১৮:২২; ২ করি ৮:৭–১৫)।

অলৌকিক কাজ : শব্দটা তত বাইবেল ভিত্তিক নয় ; বাইবেল সাধারণত ঈশ্বরের 'আশ্চর্য কর্মকীর্তির' কথা বলে ;

এগুলো এমন চিহ্নকর্ম যা তিনি আপন জনগণের খাতিরে সাধন করলেন, বিশেষভাবে মিশর থেকে মুক্তিসাধনের সময়ে। একই প্রকারে যীশুর 'পরাক্রম-কর্ম' ও 'আশ্চর্য কাজ' এমন 'চিহ্নকর্ম' যা পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব উপস্থিত বলে প্রকাশ করে (যোশুয়া ৩:৫; সাম ৯:২; ১০৭:২৪; মথি ১২:৩৮–৩৯; মার্ক ৬:২, ৫, ১৪; যোহন ২:১১, ১৮, ২৩; শিষ্য ৪:২২)।

আগুন: আগুন হল ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতীক; আগুন যেমন অগম্য, ঈশ্বরের পবিত্রতাও তেমনি ঈশ্বরকে অগম্য করে। আরও, যেহেতু শোধন করার জন্য আগুনের মত আর কিছুই নেই, সেজন্য মানুষের মন বা হৃদয় শোধন বা নিখাদ করার ব্যাপারে আগুন বারবার উল্লিখিত; দীক্ষাগুরু যোহনের বাণী অনুসারেও, মসীহ যখন আসবেন তখন সঙ্গে নিয়ে আসবেন শোধনকারী আগুন (যাত্রা ১৩:২২; ইসা ৬:৭; মথি ৩:১১–১২; মার্ক ৯:৪৩)।

আঙুরলতা: প্রাক্তন সন্ধিতে আঙুরলতার দৃষ্টান্ত ইস্রায়েল জাতিকে লক্ষ করে: ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরেরই পোঁতা একটি সেরা আঙুরলতা তিনি যার অবিরত যত্ন নেন। ঈশ্বর প্রত্যাশা করছিলেন, তেমন মনোনীত আঙুরলতা পবিত্রতা ও ধর্মময়তা-ফল উৎপন্ন করবে। নবসন্ধিতে স্বয়ং যীশুই সেই সত্যকার আঙুরলতা যা প্রত্যাশিত ফল উৎপন্ন করল। আঙুরলতা-খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত বিশ্বাসী-মণ্ডলীর উচিত ভ্রাতৃপ্রেম-ফলদানে ফলসালী হওয়া (ইসা ৫:১–৭; যেরে ২:২১; এজে ১৫:১–৮; ১৯:১০–১৪; মথি ২০:১–১৬; ২১:২৮–৪১; মার্ক ১২:১–৯; লুক ১৩:৬–৯; ২০:৯–১৬; যোহন ১৫:১)।

আজ্ঞা: দশ আজ্ঞা হল ঐশবিধানের ভিত্তি; ইহুদী ঐতিহ্যে দশ আজ্ঞা ছিল জীবন-বাণীর শামিল। যীশু এই শিক্ষা দিলেন যে, প্রধান আজ্ঞা হল ঈশ্বরকে ভালবাসা ও প্রতিবেশী মানুষকেও ভালবাসা। সাধু যোহনের লেখায়ই বিশেষভাবে ভালবাসা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলোর প্রতি বাধ্যতার ভিত্তি বলে উপস্থাপিত (যাত্রা ২০; দ্বিঃবিঃ ৮:৩; মার্ক ১২:২৮–৩৪; যোহন ১৩:৩৪; ১ যোহন ২:৮)।

আত্মা: (ক) হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় এই শব্দ নানা অর্থ বহন করে যেমন নিশ্বাস, বাতাস, প্রাণবায়ু, আত্মা, আত্মিক প্রেরণা, ঈশ্বরের দেওয়া বা ফিরিয়ে নেওয়া জীবনী-শক্তি ও প্রাণ-শক্তি। নবীগণ ও কোন কোন জননায়ক বিশিষ্ট ভূমিকা অনুশীলনের জন্য ঈশ্বরের আত্মাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন। বাইবেলের কথা অনুসারে, শেষ দিনগুলিতে এই আত্মা গোটা জনগণের উপরে ও ব্যক্তি-বিশেষের উপরেই বর্ষিত হবে; তাতে আত্মায় সাধিত এক নবসন্ধির অভিব্যক্তি ঘটবে (আদি ১:২; গণনা ১১:১৭; বিচারক ৩:১০; ৬:৩৪; ইসা ১১:২; এজে ৩৭:১–১৪; যোয়েল ৩:১–২)।

(খ) নবসন্ধিতে ঐশআত্মা যীশুর উপরে দীক্ষাস্নানের দিনে, এবং প্রেরিতদূতদের উপরে পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে নেমে আসেন; এ সময় থেকে আদি খ্রীষ্টমণ্ডলীর যত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ পবিত্র আত্মার চালনা দ্বারাই চিহ্নিত বলে বর্ণিত। সাধু পলের ঐশতত্ত্বে, আত্মা—ঈশ্বরের বা খ্রীষ্টের আত্মাই খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের ঈশ্বরের সন্তান করে তোলেন ও খ্রীষ্টীয় সমস্ত কর্ম সাধনে, বিশেষভাবে প্রার্থনা ও ভ্রাতৃপ্রেম ক্ষেত্রে, তাদের শক্তিমণ্ডিত করেন। সাধু যোহনের ঐশতত্ত্বে, সহায়ক পবিত্র আত্মাই বিশ্বাসী মণ্ডলীর মাঝে যীশুর অবিরত উপস্থিতি বর্তমান করেন। ফলপ্রসূ খ্রীষ্টীয় জীবনধারণে অগ্রগতির জন্য পবিত্র আত্মার প্রেরণা একান্ত প্রয়োজন (মার্ক ১:১০; যোহন ১:৩৩; ১৪:১৬; শিষ্য ১:৮; ১৫:২৮; রো ৫:৫; ১ করি ১৪:১৪–১৬; ২ করি ১৩:১৩; গা ৫:১৩–১৬)।

(গ) প্রাক্তন ও নবসন্ধিতে মন্দাত্মাদের কথাও বারবার উল্লিখিত, যেগুলো অপদূত বা অশুচি আত্মা বলেও

বর্ণিত। এদের তাড়িয়ে দিয়ে যীশু দেখান তিনি অমঙ্গল-রাজ্যের উপরে বিজয়ী; খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে যারা, তারা তেমন মন্দাত্মাদের স্পর্শ থেকে মুক্ত (মার্ক ১:২৩, ৩২; শিষ্য ১৬:১৬; গা ৪:৩; এফে ১:২১)।

আত্মিক: যা পবিত্র আত্মার প্রভাব দ্বারা চিহ্নিত ও প্রভাবান্বিত, তা আত্মিক বলে। একই প্রকারে, যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার প্রেরণা বা প্রভাব দ্বারা চিহ্নিত ও প্রভাবান্বিত, তাকে আত্মিক বলে।

আদম: দ্রঃ ‘দ্বিতীয় আদম’।

আব্বা: আরামীয় শব্দ যার অর্থ ‘পিতা’; ইহুদী প্রার্থনায় ঈশ্বরকে কখনও আব্বা বলে সম্বোধন করা হয় না; কিন্তু যীশু তাঁর পিতাকে আব্বা বলেই ডাকতেন (মার্ক ১৪:৩৬); তাঁর আদর্শে খ্রীষ্টভক্তরাও স্বর্গীয় পিতাকে সাহসের সঙ্গে আব্বা বলে সম্বোধন করেন (রো ৮:১৫; গা ৪:৬)।

আমেন: হিব্রু একটা শব্দ ‘সত্য’ থেকে যার উৎপত্তি; ‘আমেন’ বলে মানুষ প্রার্থনা বা শপথে নিজ পূর্ণ সম্মতি জানায়, কিংবা কোন ঘোষণায় নিজ পক্ষসমর্থন ব্যক্ত করে। যীশু হলেন পিতার ‘আমেন’ যেহেতু যীশুতেই পিতার সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করল। (নেহে ৮:৬; সাম ৪১:১৪; ২ করি ১:২০; প্রত্যা ৩:১৪)।

আল্লেলুইয়া: হিব্রু শব্দ যার অর্থই ‘প্রভুর প্রশংসা কর’ (নানা সামসঙ্গীত)।

আলো: আলো হল ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের প্রথম সৃষ্ট বস্তু। বাইবেল অনুসারে, আলো কেবল সেই উপাদান নয় যা দ্বারা দেখতে পাই, বরং পূর্ণ আলো হল জীবনদায়ী আলো, আনন্দদায়ী আলো, পরিত্রাণদায়ী আলো (ইসা ৯:১; ৪২:৬; ৬০:১, ১৯–২০)। আলো হল ঐশঅভিব্যক্তির একটা দিক; আরও, আলো হল মসীহসূচক একটা উপাধি। স্বয়ং ঈশ্বরই আলো, এবং তাঁর দাস (খ্রীষ্ট) হলেন বিজাতীয়দের জন্য আলো। ঈশ্বরের বিধান হল মানব-পদক্ষেপের আলো। নবসন্ধিতে স্বয়ং যীশুই আলো। আলোর বিপরীতে রয়েছে অন্ধকার, যা অমঙ্গল-রাজ্যের প্রতীক (সাম ২৭:১; ১০৪:২; যোহন ১:৪–৫; ৮:১২)।

আশা: দ্রঃ ‘প্রত্যাশা’।

আশীর্বাদ: ঈশ্বর জীবন, সমৃদ্ধি, উর্বরতা ও আনন্দ দানেই আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। ঈশ্বরের প্রতিনিধি কার্যমণ্ডিত একটা আশীর্বচন উচ্চারণ করার মাধ্যমে ঈশ্বরের তেমন দান উপস্থিত বলে ঘোষণা করতে পারে; একবার উচ্চারিত হলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। ঈশ্বরের আশীর্বাদ অর্থাৎ তাঁর মঙ্গলদানগুলি গ্রহণ করে মানুষ ঈশ্বরকে ধন্য বলে কৃতজ্ঞতা দেখায় ও নতুন নতুন আশীর্বাদ পাবার জন্য প্রার্থনা করে (আদি ১২:২; ২৭; সাম ৬৭:৭–৮; এফে ১:৩)।

আশ্চর্য কাজ: দ্রঃ ‘অলৌকিক কাজ’।

ঈশ্বরের পুত্র: ‘ঈশ্বরের পুত্র’ নামটা ঈশ্বরের এক বিশেষ মনোনয়ন, ঈশ্বরের দেওয়া বিশেষ ভূমিকা, বা ঈশ্বরের বিশেষ রক্ষা তুলে ধরে। প্রাক্তন সন্ধিতে ‘ঈশ্বরের পুত্র’ নামটা স্বর্গদূত, ইস্রায়েল, ইস্রায়েলের জননায়ক কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিত্বের উপরে আরোপিত। শয়তান ও অপদূতেরা, দীক্ষাস্নানে ও দিব্য রূপান্তরের দিনে স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর, এবং তাঁর মৃত্যুক্ষণে শতপতি ঠিক এ নাম দ্বারাই যীশুকে সম্বোধন করে। সাধু যোহন ও সাধু পলই বিশেষভাবে যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে উপস্থাপন করেন (যাত্রা ৪:২২; সাম ২:৭; প্রজ্ঞা ১৮:১৩; হো ১১:১; মথি ৩:১৭; ৪:৩, ৬;

৮:২৯; ১১:২৭; ১৭:৫; ২৬:৬৩; ২৭:৫৪; যোহন ১:৩৪; ১১:৪, ২৭; ১৭:১; রো ১:৩–৪; গা ২:২০)।

কনে: নবী হোসেয়ার ধারণা অনুসারে ইস্রায়েল হল প্রভুর কনে; ইস্রায়েল-কনে সময় সময় তাঁর প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখায়, কিন্তু পরিশেষে তাঁর সঙ্গে মিলিতা হয়। একই প্রকারে যীশু নিজের আগমনকে এমন বিবাহভোজের সঙ্গে তুলনা করেন যেখানে তিনি নিজেই বর। আপন কনে-মণ্ডলীর জন্য বর-খ্রীষ্ট বলিরূপে আত্মোৎসর্গ করলেন (হো ১:২; এজে ১৬; মথি ৯:১৫; ২২:২; যোহন ৩:২৯; এফে ৫:২২)।

কষ্টভোগ/যন্ত্রণাভোগ: ঈশ্বর কষ্ট দ্বারাই তাঁর ভক্তজনদের যাচাই করেন। ইসাইয়া পুস্তকে প্রভুর দাস আপন কষ্টভোগের মধ্য দিয়েই পরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন, এবং কষ্টভোগী যোবের সহিষ্ণুতা তাঁর নিজের প্রার্থনাকে প্রভাবশালী করে। খ্রীষ্ট এশিক্ষা দেন যে, নির্যাতনই হবে প্রেরিতদূতদের সেবাকর্মের একটা অপরিহার্য অংশ, এবং সাধু পল কষ্টকে তাঁর নিজের সেবাকর্মের চিহ্নরূপে গণ্য করেন। তিনি বলেন, নিজে যে কষ্ট ভোগ করেন, তা তাঁর অন্তরে নিবাসী খ্রীষ্টেরই আপন কষ্ট (যোব ৪২:৮; ইসা ৫৩:৪–৭; মার্ক ১৩:৯–১৩; ২ করি ১১:২৩; কল ১:২৪)।

কুমারী: (ক) প্রাক্তন সন্ধিতে কুমারী সিয়োন-কন্যা হল ইস্রায়েলের প্রতীক। নিজ কুমারীত্ব রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ইস্রায়েলের পক্ষে সবসময়ই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হবে (বিলাপ ১:৬; ২:১; আমোস ৮:২)।

(খ) সুসমাচারের বর্ণনা অনুসারে যীশুর মাতা মারীয়া যীশুকে প্রসব করার সময় কুমারী ছিলেন। আরও, যীশুর জন্মের পরে তিনি যোসেফের সঙ্গে স্ত্রীরূপে মিলিতা হলেন, সুসমাচারের বর্ণনা অনুসারে তেমন কথা সমর্থন করা যায় না (মথি ১:২৫)।

(গ) সাধু পল চরম কাল প্রায়ই আসন্ন বলে মনে করে কৌমার্য বজায় রাখতে পরামর্শ দেন (১ করি ৭:২৫)। অবিবাহিত পুরুষ এবং অবিবাহিতা নারী প্রভুর কাজের কথা ভাবে বলে প্রশংসনীয় (১ করি ৭:৩২–৩৫)।

কোরবান: শব্দটির অর্থই ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গীকৃত বস্তু। ইহুদী রাব্বিগণ এই শিক্ষা দিতেন যে, যে অর্ঘ্য এইভাবে উৎসর্গীকৃত, তা কোন কারণেই কাউকে দেওয়া যাবে না। ফলে অর্ঘ্যের মালিক নিজ অর্ঘ্যটা নিজে ব্যবহার করতে পারত (মথি ১৫:১৫; মার্ক ৭:১১)।

ক্রুশ: যীশুর অবমাননাপূর্ণ ও যন্ত্রণাপূর্ণ ক্রুশ-মৃত্যুই সেই সমস্ত দাবি মিটিয়ে দিল যা মোশীর বিধান মেটাতে অক্ষম ছিল। তাঁর বাধ্যতা আদমের অবাধ্যতার স্থান নিল। নিজ নিজ ক্রুশ তুলে বহন করায় খ্রীষ্টভক্তগণ যীশুর আত্মোৎসর্গের সহভাগী হতে পারে (মার্ক ৮:৩৪; রো ৫:৮–১৮; গা ৬:১৪; হিব্রু ৭:২৭)।

ক্ষণ (যীশুর ক্ষণ): যীশুর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ক্ষণকে 'যীশুর ক্ষণ' বলে—সেই ক্ষণেই তিনি উন্নীত ও গৌরবান্বিত হলেন। কানা গ্রামে সাধিত প্রথম চিহ্নকর্মের সময় থেকেই যীশু ও সুসমাচার-পাঠকগণ এই বিষয়ে অধিক সচেতন যে, সেই ক্ষণের দিকেই যীশুর সমস্ত জীবন ধাবিত (যোহন ২:৪; ৭:৩০; ১২:২৩, ২৭; ১৬:২২)।

ক্ষমা: ঈশ্বরের সবচেয়ে বিশিষ্ট গুণাবলির মধ্যে ক্ষমাই অন্যতম। ইহুদীদের ধারণায়, মসীহ-কালে ক্ষমা-ই যথেষ্ট

প্রাধান্যের অধিকারী হওয়ার কথা। পাপের ক্ষমা-মঞ্জুর যেহেতু ঈশ্বরেরই অধিকার, সেজন্য যীশু যখন পাপীদের পাপ ক্ষমা করলেন, তখন লোকে মনে করল তিনি ঈশ্বরেরই একটা অধিকার নিজের উপরে আরোপ করছেন। খ্রীষ্টীয় শিক্ষা অনুসারে, ক্ষমাশীল হওয়াই খ্রীষ্টবিশ্বাসীর মুখ্য বৈশিষ্ট্য : ক্ষমাশীল হওয়ায় মানুষ আপন পরমপিতার সদৃশ হয়ে ওঠে (আদি ১৮:২৬–৩২ ; যাত্রা ৩৪:৭ ; মথি ৬:১৪ ; ৯:২–৬ ; ১৮:২৩–৩৫ ; লুক ৭:৩৬–৫০)।

খেরুব : তা ছিল পাখাবিশিষ্ট দু'টো প্রাণীর মূর্তি যা সলোমনের নির্মিত মন্দিরে মঞ্জুষার দু' পাশে বসানো ছিল। নির্বাসনের পরে নির্মিত মন্দিরে, আগেকার চেয়ে ছোটই আকারের সেই ধরনের প্রাণী দু'টো প্রায়শ্চিত্তাসনের উপরে রাখা হল (যাত্রা ২৫:১৮ ; ২ রাজা ১৯:১৫ ; সাম ৯৯:১)।

খ্রীষ্ট : দ্রঃ 'মসীহ'।

খ্রীষ্টবৈরী : খ্রীষ্টের যা কিছু সম্পূর্ণরূপে বিপরীত তা-ই খ্রীষ্টবৈরী ; তার অন্য নাম হল 'গোগ', 'সেই শত্রু', ও 'সেই পশু' (এজে ৩৮ ; ২ থে ২:৩–১২ ; ১ যোহন ২:১৮, ২২ ; প্রত্যা ১১:৭ ; ১৩:১)।

গৌরব : ঈশ্বর যে মানুষের পক্ষে অগম্য, অবর্ণনীয় ও রহস্যময়, তা প্রকাশ করার জন্য 'গৌরব' শব্দ ব্যবহৃত। ঈশ্বরের গৌরব যে ইস্রায়েল জাতির মাঝে বিরাজ করত, তা ছিল প্রাক্তন সন্ধিকালের মানুষের গর্ব (যাত্রা ৪০:৩৪–৩৫ ; ১ রাজা ৮:১১)। কিন্তু পাপের কারণে ঈশ্বরের গৌরব মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করেছিল (এজে ১০:১৮–১৯ ; ১১:২২–২৩) ; তারা মনে করছিল, মসীহের আগমনকালে তা আবার আসবে (এজে ৪৩:১–৯), এবং তার সেই পুনরাগমনের ফলে সকল জাতি তা দেখবার জন্য যেরুসালেমের দিকে রওনা হবে (ইসা ৬০:১)। নবসন্ধিতে ঈশ্বরের গৌরব যীশুতে প্রকাশিত, তিনিই গৌরবের প্রভু (১ করি ২:৮) অর্থাৎ যীশুতে ঈশ্বরত্ব বিরাজিত, যীশু স্বয়ং ঈশ্বর। উপরন্তু, যেহেতু যীশুর গৌরব তখনই প্রকাশ পেল যখন তিনি ক্রুশে উত্তোলিত-উন্নীত হলেন, সেজন্য এই কথাও অনুমেয় যে, যীশুর গৌরব হল তাঁর ত্রাণ-ক্ষমতার নামান্তর—মানুষকে ত্রাণ করায়ই ঈশ্বর আপন গৌরব প্রকাশ করেন (যাত্রা ২৪:১৬ ; লুক ২:১৪ ; ১৯:৩৮ ; যোহন ১:১৪ ; ১২:২৩ ; ১৭:২২–২৪)।

চিহ্নকর্ম : যীশুর সাধিত সমস্ত আশ্চর্য কাজ এমন চিহ্নকর্ম যা তাঁর মসীহ ভূমিকা ও পিতার গৌরব প্রকাশ করার কথা (মথি ১২:৩৮ ; যোহন ২:১১ ; ৪:৪৮–৫৪ ; ১০:৩২–৩৮ ; ১ করি ১:২২)। দ্রঃ 'অলৌকিক-কাজ'।

জীবন : জীবন ঈশ্বরের দান, সুতরাং তা ঈশ্বরের ; কেবল তিনিই জীবনের প্রভু। জীবন-পূর্ণতা হল সেই অনন্ত জীবন যা জীবন-যীশু আমাদের ঘরে আনলেন। বিশ্বাসীর জীবন যীশুতে নিহিত ; তেমন জীবন পবিত্রতা দাবি করে, আত্মায় ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করাও দাবি করে (আদি ২:৭ ; ৯:৪ ; সাম ১০৪:২৯ ; যোহন ১০:১০ ; রো ৮:১ ; ফিলি ১:২১ ; কল ৩:৩)।

দাউদ-সন্তান : ঈশ্বর দাউদের কাছে যে চিরস্থায়ী রাজ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা যীশুতে সিদ্ধিলাভ করল : যীশুই দাউদ-সন্তান সেই মসীহ-রাজ যাঁর রাজ্য যুগযুগস্থায়ী (২ সামু ৭:৮–১৬ ; সাম ৮৯ ; ইসা ১১:১–৫ ; এজে ৩৪:২৩–২৪ ; মথি ১ ; ৯:২৩ ; মার্ক ১২:৩৫ ; লুক ১:৩২ ; যোহন ৭:৪২ ; শিষ্য ২:৩০ ; রো ১:৪)।

দ্বিতীয় আদম : একটি ইহুদী রূপকথা অনুসারে, আদিপুস্তকে বর্ণিত আদম ছিলেন দ্বিতীয়ই আদম, যেহেতু তাঁর আগে স্বর্গীয়ই এক প্রথম আদম সৃষ্ট হয়েছিলেন। সাধু পল এই রূপকথার পরিবর্তন ঘটিয়ে শেখান যে, মানবজাতির প্রথম পুরুষ ছিলেন প্রথম সেই মর্ত আদম, এবং যীশু হলেন স্বর্গীয়ই দ্বিতীয় আদম। প্রথম আদম গর্ব ও অবাধ্যতা-

পাপে পতিত হয়েছিলেন, আর তাঁর সেই পতনে সমস্ত মানবগোষ্ঠী পতিত হয়েছিল। দ্বিতীয় আদম নিজ বিনম্রতা ও বাধ্যতা গুণেই পতিত মানবগোষ্ঠীকে পুনরুত্থিত করে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধন করেন (রো ৫:১২–২১; ১ করি ১৫:২১, ৪৫; ফিলি ২:৬–১১)।

দীক্ষাস্নান: দীক্ষাগুরু যোহনের সম্পাদিত দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে মানুষ এমন ধর্মান্দোলনে যোগ দিত যারা পাপের ক্ষমা লাভ করে ও মনপরিবর্তন করে মসীহের আগমনের অপেক্ষায় থাকবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পরবর্তীকালে এই অনুষ্ঠান খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘে প্রবেশ-রীতি হয়। দীক্ষাস্নান দীক্ষিত মানুষকে পরিশুদ্ধ করে, এবং খ্রীষ্টের সঙ্গে একীভূত ক'রে (বিশেষভাবে তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সঙ্গে একীভূত ক'রে) ও পবিত্র আত্মা দান ক'রে তাকে নব মানুষ করে তোলে (মথি ৩:৬, ১৫; শিষ্য ২:৩৮; রো ৬:৪; এফে ৫:২৬)। সাধু মথির ঐশতত্ত্ব অনুসারে, দীক্ষিত মানুষ 'পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে' অর্থাৎ পরম ত্রিত্বের আপন জীবনেই প্রবেশ করে (মথি ২৮:১৯); সাধু যোহনের ঐশতত্ত্ব অনুসারে, দীক্ষাপ্রার্থী 'ঊর্ধ্ব থেকে জন্ম' লাভ করে 'ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত' হয়ে 'ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার' পায় (যোহন ১:১২–১৩; ৩:৩–২১); সাধু লুকের ঐশতত্ত্ব অনুসারে, মানুষ 'পবিত্র আত্মা ও আগুনেই' দীক্ষিত হয়, যেমনটি ঘটল পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে যখন পবিত্র আত্মা 'আগুনের মতই যেন কতগুলো জিহ্বার' আকারে প্রেরিতদূতদের উপরে নেমে এলেন (লুক ৩:১৬; শিষ্য ২:৩); আবার, মানুষ 'যীশুখ্রীষ্ট-নামের খাতিরে দীক্ষাস্নাত হয়', অর্থাৎ দীক্ষিত মানুষ খ্রীষ্ট-নামের সঙ্গে, স্বয়ং খ্রীষ্টের সঙ্গেই একতাবদ্ধ হয় (শিষ্য ২:৩৮)। দ্রঃ 'নাম'।

দূত, স্বর্গদূত: ইহুদী ঐতিহ্যে দূতগণ হলেন ঈশ্বরের বিশেষ কর্মীবৃন্দ, যাঁরা তাঁর ইচ্ছা পালনে সর্বদাই প্রস্তুত (সাম ১০৩:২০); তাঁরা ঈশ্বরের বন্ধুদের রক্ষা করতে, কিংবা ঈশ্বরের বিশেষ বাণী জ্ঞাত করতে প্রেরিত (১ রাজা ২২:১৯; যোব ১:৬; তোবিত ৫:৪; মথি ২৮:২; লুক ১–২)। দ্রঃ 'প্রভুর দূত'।

দেহ: হিব্রু কৃষ্টিতে, আত্মার বিপরীত বস্তু না হলেও দেহটা হল জীবিত মানুষের বস্তুগত আকার। সাধু পলের ঐশতত্ত্ব অনুসারে, খ্রীষ্টবিশ্বাসী দীক্ষাস্নানে খ্রীষ্টের দেহের অঙ্গ হয়ে উঠে খ্রীষ্টের দেহে একীভূত হয়; তেমন খ্রীষ্ট-অঙ্গগুলোই খ্রীষ্টের দেহ; আবার, তারাই সেই দেহ খ্রীষ্ট নিজেই যার মাথা। সাক্রামেন্তের আকারে খ্রীষ্টের দেহ গ্রহণের ফলে খ্রীষ্ট-দেহের অর্থাৎ খ্রীষ্টমণ্ডলীর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত ও ঘোষিত। অবশেষে, দেহটা খ্রীষ্টে রূপান্তরিত হয়ে একদিন পুনরুত্থান করবে (দা ১২:৩; রো ৭:২৪; ১ করি ১২:১২; ১৫:৪৪; এফে ১:২৩; কল ২:১০)। দ্রঃ 'মাথা'।

ধন্যবাদ-স্তুতি (প্রভুর ভোজ, ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠান): নূতন নিয়মে এ হল সেই অনুষ্ঠান-রীতি যা যীশু অন্তিম ভোজে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং মণ্ডলী তাঁর নির্দেশমত পুনঃ পুনঃ উদ্‌যাপন করে থাকে। এ হল খ্রীষ্টের নব পাস্কা যেখানে তিনি পাপমোচনের উদ্দেশ্যে পাতিত আপন রক্তে নবসন্ধির সিদ্ধি ঘটান। খ্রীষ্টের দেহ হল সেই স্বর্গীয় সত্যকার রুটি যা গ্রহণকারীকে অনন্ত জীবন দান করে; খ্রীষ্টের দেহে পরিপুষ্ট হয়ে বিশ্বাসীবর্গ খ্রীষ্টের দেহের অঙ্গ হয়ে ওঠে, তাতেই মণ্ডলীর ঐক্যের পূর্ণ প্রকাশ (মথি ২৬:২৬; মার্ক ১৪:১২; লুক ২২:১৯; যোহন ৬:৩১–৫৮; ১ করি ১১:১৭–৩৪)। দ্রঃ 'দেহ'।

ধর্মময়তা: ঈশ্বরের ধর্মময়তা পাপীকে শাস্তি দেওয়ায় ও অনুতপ্ত পাপীকে ক্ষমা করায় প্রকাশ পায়, কেননা তিনি এই অর্থেই ধর্মময় যে, তিনি আপন পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত। মানুষও ধর্মময় বা ধার্মিক হয়ে ওঠে যখন যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের তেমন পরিত্রাণদায়ী প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে (ইসা ৫:১৬; হো ২:২১; রো

৩:২১; ৪:১–২৫; গা ৩:৮; দ্রঃ রো ৩:২৪, টীকা)।

নবী: এই হিব্রু শব্দ এমন ব্যক্তিদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যাঁদের কাছে ঈশ্বরের বাণী এসে উপস্থিত হয়; ঈশ্বর নিজের বাণী তাঁদের মুখে রেখে দেন, তাতে তাঁরা ঈশ্বরের মুখপাত্র হন। তাঁদের সমস্ত জীবনে তাঁরা ঈশ্বরের বাণীর দাসরূপে ব্যবহার করেন, মুখের মধ্য দিয়ে শুধু নয়, জীবনের মধ্য দিয়েই বিশেষভাবে ঈশ্বরের বাণী ও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহুদীরা এমন এক চরম নবীর প্রতীক্ষায় ছিলেন, যিনি এসে নিখিলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধন করবেন। যীশুতে এই সমস্ত নবীয় ভূমিকা পূর্ণতা লাভ করল বটে, তবু তিনি নিজেকে নবী বলে অভিহিত করলেন না, যেহেতু তিনি নিজেই ঈশ্বরের বাণী! তাঁর প্রতি বিশ্বাসী যারা, তারাও জগতের মধ্যে নবীয় ভূমিকা অনুশীলন করতে আহূত (দ্বিঃবিঃ ১৮:১৫–১৮; ১ রাজা ১৮:২২; ১৯:১৬; ২২:৬; যেরে ১: ৯; এজে ১:৩ …; লুক ৪:১৬–২৪; ৭:১৫; শিষ্য ১১:২৭)।

নাম: বাইবেলের ঐতিহ্যে নামই ব্যক্তি বা বস্তুর প্রকৃত সত্তা প্রকাশ করে। যখন আদম প্রতিটি প্রাণীকে একটা নাম দিলেন, তিনি তাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বা সত্তা নিরূপণ করলেন। একই প্রকারে, একজন ব্যক্তিকে নতুন নাম দেওয়ায় সেই ব্যক্তিকে নতুন দায়িত্ব ও নতুন অধিকার দেওয়া হয় (যেমন ইস্রায়েল, ইম্মানুয়েল, পিতর)। ঈশ্বরের নাম ঈশ্বরের নিজের প্রতাপ বহন করে, অন্য কথায়, ঈশ্বরের নাম করাই হল ঈশ্বরের প্রতাপ আহ্বান করার শামিল, তাঁর নাম প্রচার করাই হল তাঁর প্রতাপ ব্যক্ত করা। একই প্রকারে, যীশু-নামে বা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে দীক্ষাস্নাত হওয়াই মানে স্বয়ং যীশুর বা পরমত্রিত্বের জীবনেই প্রবেশ করা। যারা যীশুর নাম করে তারা যীশুতে একীভূত হয় (আদি ২:১৯; ৩২:২৯; সাম ৫৪:২; মথি ১:২৩; ১৬:১৮; শিষ্য ২:৩৮; ১০:৪৩; ফিলি ২:৯)। দ্রঃ 'দীক্ষাস্নান'।

নিরাময়: প্রাচীনকালের ধারণায় অসুস্থতা ছিল অমঙ্গলের বহিঃপ্রকাশ, অর্থাৎ অসুস্থ মানুষ ছিল অমঙ্গল-প্রভাবের অধীন। পীড়িত মানুষকে নিরাময় করায় যীশু দেখাতে চান তিনি সেই প্রতীক্ষিত মসীহ যিনি জগৎকে অমঙ্গল-প্রভাব থেকে মুক্ত করতে এসেছেন (মথি ৪:২৩; ৮:১৬; ১১:২–৫; ১ যোহন ৫:১৪)।

পবিত্রতা: হিব্রু ঐতিহ্যে, অন্য সবকিছু থেকে যা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও পৃথক, তা-ই পবিত্র। ঈশ্বরের পবিত্রতা এমন যে মানুষ তাঁকে দেখলে আর বাঁচতে পারে না। কিন্তু, যেহেতু মানুষ তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আহূত, সেজন্য তার পক্ষেও তাঁর পবিত্রতার অংশী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে; এবিষয়ে প্রাক্তন সন্ধি নানা বিধিনিয়ম জারি করে। ঈশ্বর আপন পবিত্রতাকে শত্রু থেকে আপন জনগণকে রক্ষা করায় প্রকাশ করেন। পাপকর্ম করে মানুষ ঈশ্বরের পবিত্রতার অবমাননা করে (যাত্রা ৩:৫; লেবীয় ১৯:২; ইসা ৫:১৬; ৬:৩; এজে ৩৬:২৩; প্রত্যা ৪:৮)।

পরাক্রম-কর্ম: দ্রঃ 'অলৌকিক কাজ'।

পরিচ্ছেদন: এই সামাজিক প্রথা সেই সন্ধির স্মারক চিহ্ন হয়ে উঠল, যে সন্ধি এককালে ঈশ্বর ও তাঁর জনগণের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। পরিচ্ছেদন গ্রহণের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলীয়েরা প্রকৃত ইস্রায়েলীয় বলে নিজেদের গণ্য করত, কিন্তু নবীগণ বাহ্যিক পরিচ্ছেদনের চেয়ে হৃদয়েরই পরিচ্ছেদনের কথা সমর্থন করেন (আদি ৩৪:১৫; যাত্রা ১২:৪৪; ১ মাকা ১:৬০; যেরে ৪:৪)।

পাতাল: হিব্রু ঐতিহ্যে পাতাল এমন স্থান যেখানে মৃতেরা অন্ধকারের মধ্যে জীবন যাপন করে; তেমন জীবন

একেবারে অসার ও শূন্যময়, যেহেতু পাতালে থেকে তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারে না (যোব ১৭:১৩–১৬; সাম ৮৮:৪–১৩; ইসা ১৪:৯–১১; প্রত্যা ২০:১৪)।

পাতালে অবরোহণ: নবসন্ধির নানা পদ অনুসারে খ্রীষ্ট পাতালে অবরোহণ করলেন; সেখানে তিনি যে কী করলেন, তার কোন উল্লেখ নেই (শিষ্য ২:৩১; রো ১০:৭; এফে ৪:৮–১০)। কিন্তু ১ পিতর ৩:১৯ অনুসারে ‘খ্রীষ্ট কারারুদ্ধ সেই আত্মাদেরও কাছে গিয়ে বাণীপ্রচার করলেন।’ এর অর্থ হতে পারে যে, তিনি গিয়ে মৃতদের কাছে পরিত্রাণের সংবাদ দিলেন; আবার এই অর্থও সমর্থন করা যায় যে, তিনি গিয়ে পাতালের শক্তিবৃন্দের কাছে নিজ বিজয়ের সংবাদ দিলেন (এফে ১:২০–২১; ১ পি ৩:২২)।

পানপাত্র: প্রাক্তন সন্ধিতে পানপাত্র বলতে সাধারণত যন্ত্রণা বোঝায়। পাপী মানুষকে ঈশ্বরের ক্রোধের পানপাত্র থেকে পান করতে হবে, অর্থাৎ তাকে ঈশ্বরের যন্ত্রণাময় শাস্তি ভোগ করতে হবে (সাম ১১:৬; ৭৫:৯; ইসা ৫১:১৭–২২; যেরে ২৫:১৫; এজে ২৩:৩১–৩৪)। নবসন্ধিতে পানপাত্র হল যীশুর যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হওয়ার নামান্তর (মার্ক ১০:৩৮)।

পাপ: পাপ ও ব্যর্থতা বিষয়ে সচেতনতা ইস্রায়েলকে চিহ্নিত করে; কিন্তু নিজের দোষ স্বীকার করার ফলে মানুষ সবসময়ই ঈশ্বরের ক্ষমার উপর নির্ভর করতে পারে; অপরদিকে, যতক্ষণ মানুষ নিজের দোষ স্বীকার না করে সে ততক্ষণ পরের উপর দোষারোপ করে ও ঈশ্বরের ক্ষমা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে; এবিষয়ে আদম-হবার দৃষ্টান্ত অধিক স্পষ্ট। সাধু পলের ঐশতত্ত্বে, আদমের পাপের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে পাপ সকল মানুষের উপরে রাজত্ব করে এসেছিল; বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে মানুষ প্রাচীন পাপ জয় করতে পারে (আদি ৩; সাম ৩২:৫; ৫১; বারুক ১:১৫–২২; রো ১:১৮–৩:২০; ৫:৮–১১; ৬:১৭–২৩)।

পাস্কা: পাস্কা পর্বে ইস্রায়েলীয়েরা মিশর দেশ থেকে মুক্তিলাভের কথা স্মরণ করত। পরবর্তীকালে এই পর্বের সঙ্গে আর একটা পর্ব যোগ দেওয়া হল যার নাম খামিরবিহীন রুটি পর্ব; এই উপলক্ষে ইস্রায়েলীয়েরা পুরানো যত খামির ফেলে দিত; তার মানে, পাপময় আচরণ বর্জন করে তারা খাঁটি মানুষের মত জীবনযাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করত। যীশু সম্ভবত পাস্কা-ভোজেই নিজ নবসন্ধি স্থির করলেন। ‘পাস্কা’ শব্দের সম্ভাব্য অর্থই পাশ কাটিয়ে যাওয়া, ডিঙিয়ে যাওয়া, পার হওয়া, উত্তরণ (যাত্রা ১২; ২ বংশ ৩৫:১৮; মথি ২৬:২৬; ১ করি ৫:৮)।

পিতা: দ্রঃ ‘আব্বা’।

পুনরাগমন: দ্রঃ ‘প্রভুর দিন’।

পুনরুত্থান: খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এই ধারণা ভেসে ওঠে যে, জগৎ শেষে মানুষ পুনরুত্থান করবে, হয় গৌরবলাভের উদ্দেশে, না হয় শাস্তিভোগের উদ্দেশে। জগৎ শেষের আগে ঘটেছে বিধায় যীশুর পুনরুত্থান এই সাধারণ পুনরুত্থান থেকে ভিন্ন ধরনের। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর যীশুকে গৌরবময় প্রভুরূপেই পুনরুত্থিত করে তুললেন, তাঁকে দিলেন স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত অধিকার, তাঁকে করলেন মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত ও নতুন এক মানবজাতির অগ্রনেতা। যারা দীক্ষাস্নান দ্বারা যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানে প্রবেশ করেছে, তারা ঐশজীবনে রূপান্তরিত হয়ে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছে (দা ২:১২; মথি ২৮:১৮; মার্ক ১৬; শিষ্য ২৩:৬; রো ১:৪; ১ করি ১৫; ফিলি ২:৯–১১; হিব্রু ২:১০)।

পূর্ণতা: যীশুই প্রাক্তন সন্ধির সমস্ত ঐশপ্রতিশ্রুতির পূর্ণতা; ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের সমস্ত পরিকল্পনা যীশুতেই সিদ্ধিলাভ করে। উপরন্তু, নতুন নতুন বাণী দ্বারা তিনি প্রাচীন বিধানেরও পূর্ণতা সাধন করেন। এই ধারণা বিশেষভাবে মথি-রচিত সুসমাচারেই পরিলক্ষিত (মথি ১:২২; ৫:১৭–৪৮; হিব্রু ১১:৪০)।

প্রতিমূর্তি/সাদৃশ্য: 'এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি …' আদিপুস্তকে (আদি ১:২৬–২৭) ঈশ্বরের এই বাণীর অর্থ এরূপ: (ক) সৃষ্টিকর্মের মধ্যে মানুষকে হতে হবে ঈশ্বরের জীবন্তই এক প্রতিমূর্তি। 'প্রতিমূর্তি' কথাটি সঠিকভাবে বুঝবার জন্য সেকালের মধ্যপ্রাচ্যের ধারণার উপর আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয়: 'প্রতিমূর্তি' এমন স্থান যেখান থেকে ঈশ্বর নিজ প্রভাব বিস্তার করেন; তাই প্রতিমূর্তি এমন এক দেহের মত যার মধ্যে অদৃশ্যমান ঈশ্বর প্রবেশ করেন যাতে সেই দেহ থেকে জগতের কাছে ইন্দ্রিয়গোচর ও ক্রিয়াশীল হতে পারেন। এ ধারণা অনুসারে, স্রষ্টা ঈশ্বরের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হিসাবে মানুষকে হতে হবে জগতে ঐশজীবনী শক্তির মাধ্যম; ফলত অন্য মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মানুষ স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করবে, ভাই-মানুষকে ভালবেসে ঈশ্বরকে ভালবাসবে, মানুষকে সম্মান দেখিয়ে ঈশ্বরকে সম্মান দেখাবে, মানুষকে সাহায্য করে মানুষের কাছে ঈশ্বরের সাহায্য অর্পণ করবে। অতএব, মানুষ এই অর্থেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, যাতে অদৃশ্যমান ঈশ্বরকে একপ্রকারে ইন্দ্রিয়গোচর করতে পারে: ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে এ-ই হল মানবস্বরূপের মর্যাদা। তাতে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, ঐশমর্যাদামণ্ডিত তেমন মানবসমাজের মধ্যে লিঙ্গ বা বর্ণের ভেদাভেদ স্থান পেতে পারে না, সকলেই সমান কেননা সকলেই ঈশ্বরবাহক। সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা অনুসারে, নিজের বা পরের ঐশসাদৃশ্য ও প্রতিমূর্তি যে অস্বীকার করে সে পশু ও সাধারণ পদার্থের পর্যায়ে ফিরে যায়। (খ) ঈশ্বরের 'সাদৃশ্য অনুসারে' সৃষ্ট বলে মানুষ স্রষ্টা ঈশ্বরের অনুকরণে সৃষ্টিকর্মকে রক্ষা করবে ও তার উন্নয়নের জন্য যত্নবান থাকবে।

প্রতিশোধ: প্রাচীন ইস্রায়েলের মত এমন দেশে যেখানে আইন-আদালতের মত কিছুই ছিল না, সেখানে প্রতিশোধ বলতে এমন ব্যবস্থা বোঝাত যাতে ক্ষতির বদলে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি না রাখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, 'দাঁতের বদলে দাঁত' উক্তির অর্থই, যেন এক দাঁতের বদলে এক দাঁতের চেয়ে বেশিই দাবি করা না হয়। কিন্তু শাস্তি দিতে গিয়ে ঈশ্বর অপরাধের অনুপাতে শাস্তি দাবি করেন না; তিনি বরং ক্ষমাদানেই প্রীত, আপন জনগণকেও নিজের মত ক্ষমাশীল দেখতে চান। যীশুও জোরের সঙ্গে পারস্পরিক ক্ষমাদানের কথা প্রচার করলেন (গণনা ৩৫:৩৩; লেবীয় ১৯:১৭; মথি ৫:৩৮; ১৮:২১)।

প্রত্যাশা: মানুষ তখনই নিজ আশা/প্রত্যাশা ব্যক্ত করে যখন বিশ্বস্ত ঈশ্বরের ভালবাসার উপরে নির্ভর করে এবং এই দৃঢ় আস্থা রাখে যে তাঁর সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করবে। আব্রাহামের প্রত্যাশা খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের প্রত্যাশার আদর্শ, যেহেতু তিনি কোন মানব উপায়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না (যেরে ১৭:৫–৮; হো ২:১৭; রো ৪:১৮–৫:১১; হিব্রু ১১:১)।

প্রবীণবর্গ: আদি খ্রীষ্টমণ্ডলী সম্ভবত ইহুদী ঐতিহ্য থেকেই প্রবীণবর্গ-প্রথা গ্রহণ করল। প্রবীণবর্গের ভূমিকা পবিত্র আত্মার উপর নির্ভরশীল বলে গণ্য হত। মণ্ডলীর অধ্যক্ষকে সম্ভবত এঁদেরই মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হত (যাত্রা ১৮:২১–২৬; শিষ্য ১১:৩০; ১৪:২৩; ২০:২৮; তীত ১:৫–৯)।

প্রভু: প্রাক্তন সন্ধির পুস্তকগুলোতে ঈশ্বরের পবিত্রতম নাম চার অক্ষর-বিশিষ্ট (יהוה যার সম্ভাব্য উচ্চারণ ইয়াভে বা ইয়াভো); তেমন নাম কেবল বছরে একবার, প্রায়শ্চিত্ত-দিবসে, মহাযাজক উচ্চারণ করতে পারতেন। কিন্তু এমন

সময় এল যখন তার পবিত্রতার খাতিরে সেই নাম আর কেউই উচ্চারণ করতে সাহস করল না। যীশু নিজে জীবনকালে নামটা উচ্চারণ করেননি। প্রাচীন প্রথা অনুসরণ করে এই অনুবাদে তেমন নাম 'প্রভু' নাম দ্বারা অনূদিত। আদি খ্রীষ্টমণ্ডলীর সময় যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করাই ছিল বিশ্বাস-পরীক্ষা, এবং তারাই খ্রীষ্টান ছিল, যারা প্রভুর নাম করত, অর্থাৎ খ্রীষ্টকে ঈশ্বর প্রভু বলে ডাকত (মার্ক ৭:২৮; লুক ১০:৪০; শিষ্য ২:২১; ৯:১৪; ১ করি ১২:৩; ফিলি ২:১১)।

প্রভুভয়: ঈশ্বরের পরম পবিত্রতা ও নিজের অযোগ্যতার কথা ভেবে মানুষ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে বইকি; এক্ষেত্রে শাস্তির কথা ভেবেই মানুষ ঈশ্বরকে ভয় করে। কিন্তু আর এক ধরনের ভয় আছে যা সম্মানের শামিল, যেমন ছেলে বাবাকে ভয় করে, অর্থাৎ বাবাকে সমুচিত সম্মান দেখায়; ঠিক এই উদাহরণ অনুসারে মানুষ ঈশ্বরকে ভয় করবে, অর্থাৎ তাঁকে সমুচিত সম্মান দেখাবে (দ্বিঃবিঃ ৬:২; সাম ১১২:১; ইসা ২:৬–২১; এজে ১:২৮; প্রত্যা ১:১৭)।

প্রভুর ক্রোধ: মানুষের পাপ ও অবিশ্বস্ততার সামনে ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়াকেই 'প্রভুর ক্রোধ' বলে। তেমন ক্রোধ নানা ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক ঘটনায় এবং অপরাধীদের শাস্তিদানেই প্রকাশ পায়। প্রভুর ক্রোধ বিশেষভাবে শেষ বিচারের দিনেই ব্যক্ত হবে (গণনা ১১:১; ১ রাজা ১৪:১৫; ইসা ৯:১১–১০:৪; নাহুম ১; প্রত্যা ১৬:১)।

প্রভুর দাস: ইসাইয়া পুস্তকে 'প্রভুর দাস' হলেন এমন মুক্তিসাধক যাঁর ভূমিকা হল, স্বেচ্ছায় কষ্টভোগ করে মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করা ও সকল মানুষের কাছে ঈশ্বরের পরিত্রাণ এনে দেওয়া। নবসন্ধিতে যীশু প্রভুর দাস রূপে উপস্থাপিত (ইসা ৪২:১–৪; ৪৯:১–৬; ৫০:৪–৯; ৫২:১৩–৫৩:১২; মথি ৩:১৭; ৮:১৭; ২৬:২৮; ফিলি ২:৬–১১; ১ পি ২:২১–২৫)।

প্রভুর দিন: প্রাক্তন সন্ধিকালের ধারণায়, ইস্রায়েল জাতি তার অবিরত পাপাচারের কারণে প্রভুর দিনেই শাস্তি ভোগ করবে। যেরুসালেমের পতনের পর ধারণাটার পরিবর্তন ঘটে; তাতে ইস্রায়েলের অত্যাচারীরাই প্রভুর দিনে শাস্তি ভোগ করবে। নবসন্ধিকালে খ্রীষ্টের দিন হল সেই দিন যখন খ্রীষ্ট প্রভু জগতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, দুর্জনদের শাস্তি ও ভক্তপ্রাণদের পুরস্কার দেবার জন্য ও পিতার হাতে রাজ্য তুলে দেবার জন্য বিচারকরূপে পুনরাগমন করবেন (যোয়েল ২; আমোস ৫:১৮; ৮:৯; মথি ২৪:২৯–৩১; ২৫:৩১–৪৬; ১ করি ১৫:২৪; ১ থে ৪:১৫–১৭)।

প্রভুর দূত: হিব্রু ঐতিহ্যে 'প্রভুর দূত' জগতে ঈশ্বরের নিজের সক্রিয়তা প্রকাশ করে; সম্মানের খাতিরে 'ঈশ্বর' নামটি সরাসরিই উচ্চারণ করতে চাইতেন না বিধায় তাঁরা 'প্রভুর দূত' বলতেন। আরও, যখন ঈশ্বরকে দৃশ্যগতভাবে উপস্থিত বলে বর্ণনা করা হয়, তখনও 'প্রভুর দূত' কথাটা ব্যবহৃত, কেউই যেন না বলতে পারে সে ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে (আদি ২১:১৭; যাত্রা ১৪:১৯; ২৩:২০–২১)। দ্রঃ 'দূত, স্বর্গদূত'।

প্রান্তর: ইস্রায়েলীয়দের ধারণায়, প্রান্তর অপদূতদের বাসস্থান; প্রায়শ্চিত্ত দিবসে একটা ছাগ মরুপ্রান্তরেই পাঠানো হত যাতে সেইখানে মরে (লেবীয় ১৬:৭–১০)। কিন্তু বাইবেল এই কথাও বলে যে, প্রান্তর হল সেই স্থান যেখানে ইস্রায়েল প্রভুর আপন জনগণ হয়ে উঠেছিল ও তাঁর সঙ্গে বিশ্বস্ত প্রেমের বন্ধনে জীবনযাপন করেছিল। মসীহের আগমনকালে যখন জগতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে, তখন প্রান্তরের অনুর্বরতা উজ্জ্বল উর্বরতায় পরিণত হবে (ইসা ৩৫:১; হো ২:১৬; আমোস ৫:২৫)।

প্রায়শ্চিত্ত : প্রায়শ্চিত্ত-রীতির মধ্য দিয়ে পাপমোচন ঘটে, তাতে মানুষ ঈশ্বরের ও প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তি-সম্পর্কে পুনর্মিলিত হয়। প্রাক্তন সন্ধিকালে প্রায়শ্চিত্ত দিবস বছরে একবার পালিত হত : সেই উপলক্ষে একটা ছাগ প্রান্তরে পাঠানো হত, এবং মহাযাজক জনগণের জন্য পাপার্থে বলি উৎসর্গ করতেন। যীশুর সাধিত প্রায়শ্চিত্তমূলক যজ্ঞ প্রাক্তন সন্ধির যজ্ঞের পরম সিদ্ধি বলে প্রতীয়মান (লেবীয় ১৬ ; ২ করি ৫ :১৮–১৯ ; হিব্রু ৯ :১১–১৪ ; ১৩ :১১–১২ ; ১ যোহন ২ :২)।

প্রার্থনা : সামসঙ্গীত-মালাই প্রাক্তন সন্ধি ও আদি খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রকৃত প্রার্থনা-পুস্তক। সুসমাচারে বার বার দেখতে পাই, যীশু পিতার কাছে অবিরত প্রার্থনা করেন, আর তাই করতে আপন অনুগামীদের শেখান। সাধু পলের পত্রাবলিতে ও শিষ্যচরিতেই বিশেষভাবে আদি খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রার্থনা-জীবন সুন্দরভাবে অঙ্কিত। তাদের প্রার্থনার মুখ্য বৈশিষ্ট্যই পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় ঈশ্বরের প্রশংসা করা ও তাঁকে ধন্যবাদ-স্তুতি অর্পণ করা (যেরে ১৫ :১০–২১ ; মথি ৬ :৫–১৩ ; লুক ২২ :৩৯–৪৬ ; যোহন ১৭ ; শিষ্য ২ :৪২ ; ৪ :২৪ ; রো ৮ :২৬–২৭)।

প্রেরিত : সাধারণ অর্থে 'প্রেরিত' তাদের সকলকে বলা হয় যারা সুসমাচার প্রচার করতে প্রেরিত ; কিন্তু বিশেষ অর্থে সেই বারোজনকেই 'প্রেরিতদূত' বলা হয় যাঁরা যীশু দ্বারা তাঁর সাক্ষী হতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পবিত্র আত্মার প্রভাবে তাঁরা নবজাত মণ্ডলীগুলোর সর্বপ্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব ; তাঁদের কর্তব্যই যীশুর কাজ চালিয়ে যাওয়া। যাকোবের বারোজন সন্তান যেমন ছিলেন ইস্রায়েল জনগণের ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ, তেমনি বারোজন প্রেরিতদূতগণও হলেন নতুন যেরুসালেমের বারোটা ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ (মথি ২৮:১৬; মার্ক ৩:১৬–১৯; শিষ্য ১:২১; ৬:২; প্রত্যা ২১ :১৪)।

বংশতালিকা : বংশতালিকায় নানা ঐশতাত্ত্বিক ধারণা নিহিত : (ক) বংশতালিকা দেখায় যে ঈশ্বর মানবজীবনধারা কখনও ছিন্ন করেননি, বরং শাস্তি দেওয়ার পরেও তিনি মানবজীবনের রক্ষার লক্ষ্যে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন (আদি ৪ :১৭–২২ ; ৫ :১–৩২ ; ১০ :১–৩২) ; (খ) প্রাক্তন সন্ধি বরাবর যত বংশতালিকা রয়েছে এবং নবসন্ধির শুরুতে যীশুর যে বংশতালিকা দেওয়া আছে, সেগুলোর মাধ্যমে দুই সন্ধির মধ্যকার অবিচ্ছেদ্যই এক ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠিত। (গ) মানুষের বংশতালিকা ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীরও একটা বংশতালিকা ('জন্মকাহিনী') আছে (আদি ২ :৪) : মানব-ইতিহাস ও বিশ্বজগতের ইতিহাস দু'টোই ঈশ্বরের অনন্য পরিকল্পনার পাত্র, মানুষের নিয়তি ও বিশ্বজগতের নিয়তি এক (রো ৮ :১৯–২৩)।

বাণী : ঈশ্বর বাণী দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করলেন, আবার বাণী দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন ; বাণী নিজেই ঈশ্বর, সর্বদাই ঈশ্বরমুখী, তাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। ঈশ্বর তাঁর বাণীকে এই জগতে প্রেরণ করলেন, যেন বাণী মাংস হয়ে জগতের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন ও মানুষের পরিত্রাণ সাধন করেন (সিরা ৪২ :১৫ ; ইসা ৫৫ :১ ; যোহন ১ :১ ; প্রত্যা ১৯ :১৩)।

বায়াল : হিব্রু শব্দ যার অর্থ হল 'প্রভু'। বায়াল-দেব কানানীয় একটা দেবতা-বিশেষ ; শব্দটা আবার কানানীয় সকল দেবতাকেও নির্দেশ করতে পারে। বায়াল-দেব সাধারণত উর্বরতা ক্ষেত্রে পুরুষত্বের ভূমিকা লক্ষ করে (বিচারক ২ :১১–১৩ ; ১ রাজা ১৮ :১৮ ; হো ২ :১০–১৫)।

বিচারক : বিচারকচরিত দু' শ্রেণি বিচারক উপস্থাপন করে : প্রথম শ্রেণির বিচারকগণ হলেন এমন মহাব্যক্তিত্ব যাঁরা সঙ্কটের সময়ে যুদ্ধ চালিয়ে জনগণের মুক্তি সাধন করেন ; দ্বিতীয় শ্রেণির বিচারকগণ হলেন এমন অধিকারসম্পন্ন

ব্যক্তিত্ব যাঁদের কাছে জনগণ বিচার প্রার্থনা করে (বিচারক ৩:৯; ১০:২; ১২:৭)। কিন্তু প্রাক্তন সন্ধির ঐতিহ্য অনুসারে, ঈশ্বর নিজেই সকল জাতির সর্বোচ্চ বিচারক; তিনি এই অর্থেও বিচারক যে, অত্যাচারিতের পক্ষ সমর্থন করেন (দ্বিঃবিঃ ১০:১৮; সাম ৯:৮–৯; ইসা ২:৪; যোয়েল ৪:১২)। নবসন্ধি এই নতুন কথা উপস্থাপন করে যে, পিতা সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের উপরেই আরোপ করেছেন (মথি ২৫:৩২; যোহন ৫:২২; প্রত্যা ১০:৪২)।

বিধান: বাইবেলের প্রথম পাঁচ পুস্তকই ছিল ইস্রায়েলের লিপিবদ্ধ বিধান (হিব্রু ভাষায় 'তোরা' ও গ্রীক ভাষায় 'পেন্তাতেউখস' অর্থাৎ পুস্তকগুলোর 'পঞ্চখাপ')। তেমন বিধান অধিক সম্মানের বস্তু ছিল যেহেতু তাতে ইস্রায়েলের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধির শর্তসমূহ নিহিত ছিল; ফলে ইস্রায়েলের কাছে বিধান ছিল জীবনের উৎস। এই লিপিবদ্ধ বিধানের পাশে পাশে আর একটা পরম্পরাগত শিক্ষার উদয় হয়েছিল যা একই সম্মানের বস্তু ছিল; তার নাম 'মৌখিক বিধান'। যীশু আপন শিক্ষা ও জীবনে বিধানের পূর্ণতা সাধন করেন। খ্রীষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর বিধানপন্ডিত সাধু পল বিধানের অস্থায়ী দিক তুলে ধরেন: বিধানে আর নয়, যীশুতেই মানুষ ধর্মময়তাপ্রাপ্ত (দ্বিঃবিঃ ৮:৩; সাম ১১৯; মথি ৫:১৭; ১৫:১–৯; রো ৭:৭; গা ৩)।

বিনম্রতা: যারা নিজের নিম্নাবস্থা বিষয়ে সচেতন, তারাই ঈশ্বরের কৃপা ও অনুগ্রহের পাত্র হয়ে ওঠে, যেহেতু তারা নিজেদের নিরুপায় বলে স্বীকার করে ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করে। যীশুর সময়ে বিনম্রতা ছিল ইহুদী আধ্যাত্মিকতার অপরিহার্য অঙ্গ (১ সামু ২:১; সাম ১১৩:৭–৯; লুক ১:৪৬–৫৫; ৬:২০–২৩; ১ করি ১১:১)।

বিনাশ-মানত: প্রাক্তন সন্ধিকালে, ইস্রায়েল যুদ্ধে জয়ী হলে সকল বন্দিকে ও সমস্ত লুটের মাল বিনাশ করা হত যাতে এ সত্য প্রকাশ পায় যে, ঈশ্বরই বিজয় দান করেছেন, ফলে শত্রুপক্ষের সমস্ত কিছু ঈশ্বরেরই প্রাপ্য (যোশুয়া ৬:১৬–২১; দ্বিঃবিঃ ৭:২; ১ সামু ১৫)। নবসন্ধিতে বিনাশ-মানত বলতে অভিশাপ বোঝায়।

বিবাহ: বিবাহ-বন্ধনের পবিত্রতা বাইবেলের শুরুতেই ঘোষিত; স্রষ্টা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পুরুষ-নারী অবিচ্ছেদ্য মিলন-বন্ধনেই জীবনযাপন করবে; সন্তানোৎপাদনের মধ্য দিয়ে মানুষ স্বয়ং স্রষ্টার সৃষ্টিকাজে অংশ নেয়। প্রাক্তন সন্ধির নানা স্থানে বিশ্বস্ত দাম্পত্য-জীবনের সৌন্দর্য কীর্তিত (আদি ১:২৮; ২:২৪; প্রবচন ৫:১৫–২০; ১৮:২২; ৩১:১০–৩১; উপ ৯:৯; মালাখি ২:১৪–১৬)। সুসমাচারও অবিচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধনের কথা তুলে ধরে (মথি ১৯:১–৯; ৫:৩২)।

বিবেক: ধারণাটা কেবল বাইবেলের গ্রীক পুস্তকগুলোর সময়েই প্রবেশ করে, যেমন প্রজ্ঞা ১৭:১১; কিন্তু সাধু পল বারবার এই ধারণা ব্যবহার করেন: সদ্বিবেক বিশ্বাসের উপরেই স্থাপিত; তবু সদ্বিবেকের মধ্য দিয়ে বিধর্মীরাও নিজেদের দোষত্রুটি বুঝতে পারে। বলিষ্ঠ বিবেকের মানুষ যারা, তারা যেন দুর্বল বিবেকের মানুষদের মনে কষ্ট না দেয় (রো ২:৮; ১ করি ৪:৪; ৮:৭–১২; ১ তি ১:৫, ১৯)।

বিশ্বাস: ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি যথার্থ বলে গ্রহণ করায় মানুষ ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখে—এ হল বিশ্বাসের সাধারণ অর্থ। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের বিশেষত্ব এই যে, মানুষ খ্রীষ্টকে প্রভু ও ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করে। তেমন বিশ্বাস বিশ্বাসী মানুষকে খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত করে ও তাকে ঈশ্বরের সন্তান করে তোলে, এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষকে পবিত্র আত্মাকে দান করেন। বিশ্বাস সাধারণত দীক্ষাস্নানে ও পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত সৎকর্ম সাধনে ব্যক্ত হয়। বিশ্বাস দ্বারা মানুষ স্বীকার করে, সে নিজের সৎকর্মের উপরে নয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপরেই নির্ভর করে; কিন্তু তবুও

সৎকর্ম সাধনও গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু কর্মহীন বিশ্বাস মৃত (রো ৩:২১–৫:১১; গা ৩:২–৯; যাকোব ২:১৪–২৬)।

বেশ্যাচার: ঈশ্বরের কনে সেই ইস্রায়েল জাতি যখন আপন বর-প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখায়, তখন বাইবেলে তেমন আচরণ 'বেশ্যাচার' বলা হয় (যাত্রা ৩৪:১৬; এজে ১৬; হো ১:২)।

ভালবাসা: হিব্রু ঐতিহ্যে মানব-ভালবাসা হওয়া উচিত ঈশ্বরেরই ভালবাসার প্রতিবিম্ব; সুতরাং ভালবাসাকে হতে হবে গভীর, অকপট, বিশ্বস্ততাপূর্ণ, নিস্বার্থ ও আত্মোৎসর্গ করতে প্রীত। ঈশ্বর যেমন অন্তরঙ্গ প্রেমে ইস্রায়েলকে ভালবাসেন, তেমনি ইস্রায়েল তার সমস্ত সত্তা দিয়েই ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশীকে ভালবাসবে। যীশুর আগমনে ঈশ্বরের ভালবাসার দৃষ্টান্ত মূর্ত হল; তিনি সকলকে, এমনকি শত্রুদেরও ভালবাসতে আজ্ঞা দিলেন (দ্বিঃবিঃ ৬:৫; এজে ১৬; হো ২:২১; মার্ক ১২:২৮–৩৪; যোহন ১৩:৩৪; ১ করি ১৩; ১ যোহন ৪:৭–৫:৪)।

ভাষা: 'নানা ভাষায় কথা বলার' মধ্য দিয়ে প্রেরিতদূতগণ পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে নানা দেশের মানুষের কাছে বাণীপ্রচার করলেন। নানা ভাষায় কথা বলাটা পবিত্র আত্মারই দেওয়া এক বিশেষ অনুগ্রহ বইকি, তবু সাধু পল চান সকলে যেন একসঙ্গে কথা না বলে, এবং প্রয়োজনবোধে যেন একজন ব্যাখ্যাতা সেই সমস্ত কথার অর্থ উপস্থিত সকলকে বুঝিয়ে দেন (শিষ্য ২:৪; ১ করি ১৪:১–২৫)। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মণ্ডলীর পিতৃগণ বলেন যে, যে ভাষায় মণ্ডলী সকল দেশের মানুষের কাছে বোধগম্য কথা বলে, তা হল ভালবাসা।

ভোগ-রুটি: (যাত্রা ২৫:৩০; ১ সামু ২১:৭; মথি ১২:৪; হিব্রু ৯:২; এবং অন্যত্র) এর আক্ষরিক অনুবাদ হল 'মুখের রুটি' বা 'উপস্থিতির রুটি'; তেমন রুটি প্রভুর সম্মুখে অনবরত রেখে ইস্রায়েলীয়েরা স্বীকার করত যে, সমস্ত খাদ্য, ফলত মানুষের জীবন প্রভুরই দান; সপ্তাহ-শেষে জনগণের হয়ে যাজকেরা এ পবিত্র রুটি খেত, অর্থাৎ মানুষ প্রভুর কাছে উৎসর্গীকৃত খাদ্য ভোগ করত, তাতে প্রভুর সঙ্গে মানুষের পূর্ণ সহভাগিতা প্রকাশ পেত; আর এজন্যই এই অনুবাদে 'মুখের রুটি' অস্পষ্ট বাক্যটা 'ভোগ-রুটি' বলে অনূদিত। লক্ষণীয়, আজকালের শাস্ত্রবিদ্যা 'দর্শন-রুটি' প্রাচীন অনুবাদটা সমর্থন করে না।

মণ্ডলী: শব্দটা প্রথমত ইস্রায়েলের ধর্মীয় সমাবেশ ইঙ্গিত করে; পরবর্তীকালে ইহুদী স্থানীয় যে কোন বসতিকে লক্ষ করে; একই প্রকারে শব্দটা শুরুতে যে কোন খ্রীষ্টীয় বসতি লক্ষ করে (শিষ্যচরিত ও সাধু পলের প্রথম পত্রগুলি), পরিশেষে গোটা খ্রীষ্ট-জনগণের জন্য ব্যবহৃত হয় (এফে, কল)। সাধু পলের প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীগুলো ইহুদী মণ্ডলীগুলোর কাঠামো অনুসারে গঠিত ছিল: সেখানে থাকতেন প্রবীণবর্গ ও অধ্যক্ষগণ, কিন্তু পবিত্র আত্মা জনগণের মধ্যে নানা সেবাকর্মের প্রেরণা দিতেন, যেন খ্রীষ্টের দেহ সুগঠিত হয়। নবসন্ধিতে আরও কতগুলো ধারণা রয়েছে যেগুলো খ্রীষ্টমণ্ডলীর উপরে আরোপিত, যেমন: ঈশ্বরের কনে, মেষপাল, গাঁথনি, আঙুরলতা, নব যেরুসালেম (যোহন ১০:১; ১৫:১; শিষ্য ১৫:৪; ২০:১৭; গা ১:২; এফে ২:১৯; প্রত্যা ২১–২২)।

মধ্যস্থ: প্রাক্তন সন্ধিতে কতিপয় ব্যক্তিত্ব মধ্যস্থ বলে উপস্থাপিত (যেমন আব্রাহাম, মোশী, যোব, যেরেমিয়া) যাঁরা মানুষের আধ্যাত্মিক কিংবা সাধারণ প্রয়োজনে তাদের হয়ে প্রার্থনা করেন (আদি ১৮:২৪; ২ মাকা ১২:৩৮; যোব ৪২:৮; যেরে ৪২:২)। কিন্তু নবসন্ধিতে খ্রীষ্টই একমাত্র মধ্যস্থ, যেহেতু তাঁর মধ্যে বিরাজ করে ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা আর তিনি আবার দেহ-মণ্ডলীর মাথা; অর্থাৎ তিনি মানবেশ্বর। তাঁর মধ্য দিয়েই অনুগ্রহ ও সত্য আমাদের কাছে আসে। তিনিই নবসন্ধির মধ্যস্থ (যোহন ১:১৬–১৭; যোহন ১৭; কল ২:৯; ১ তি ২:৫; হিব্রু ৮:৬)।

মনপরিবর্তন: হিব্রু ভাষায় লেখা প্রাক্তন সন্ধি 'পথ ফেরানো' বা 'মন ফেরানো' শব্দটা ব্যবহার করে; গ্রীক ভাষায় লেখা নবসন্ধি 'মনপরিবর্তন' শব্দটা ব্যবহার করে। শব্দ ভিন্ন হয়েও ধারণাটা একই থেকে যায়: পাপ বর্জন করে নতুন জীবন-পথে বা জীবনধারণে প্রবেশ করা প্রয়োজন। দীক্ষাগুরু যোহনের ধর্মান্দোলনে যোগ দেবার জন্য যেমন, তেমনি যীশুর ভক্তমণ্ডলীতে প্রবেশ করার জন্যও মনপরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। খ্রীষ্টীয় মনপরিবর্তনের দাবিতে রয়েছে যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করা ও পবিত্র আত্মার দানও স্বীকার করা (মথি ৩:২; শিষ্য ৩:১৯; ৯:৩৫; ১ পি ২:২৫)।

মন্দির: আপন জনগণের মাঝে ঈশ্বরের বাসস্থান ছিল বলেই যেরুসালেমের মন্দির গুরুত্বপূর্ণ। নবীগণ এশিক্ষা দিতে লাগলেন যে, নবসন্ধির সময়ে ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের হৃদয়েই বসবাস করবেন, এবং সাধু পল এশিক্ষা দেন যে, খ্রীষ্টবিশ্বাসী নিজেই আত্মার মন্দির। প্রত্যাদেশ পুস্তকের শেষ দর্শনে আর কোন মন্দির নেই, কেননা স্বয়ং ঈশ্বর ও মেষশাবকই প্রকৃত মন্দির যেখানে ঈশ্বরের জনগণ বসবাস করে (১ রাজা ৮:১০; যেরে ৩১:৩৩; এজে ৯–১১; যোহন ২:২১; ১ করি ৩:১৬; প্রত্যা ২১:২২)।

মসীহ: হিব্রু শব্দ যার অর্থ অভিষিক্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ রাজ-মর্যাদায় ভূষিত ব্যক্তি। ইহুদীদের প্রত্যাশায়, কালের পূর্ণতায় ইস্রায়েল রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে মসীহ আসবেন। আদি খ্রীষ্টমণ্ডলী যীশুকে ঈশ্বরের অভিষিক্তজন বলে স্বীকার করল (২ সামু ৭:১২–১৬; সাম ২; ইসা ৬–৯; মার্ক ৮:২৯; ১২:৩৫; ১৪:৬১; ১৫:৩২; শিষ্য ২:৩৬)।

মহাযাজক: মহাযাজকত্ব সম্ভবত কেবল নির্বাসনকালের পরেই প্রতিষ্ঠিত হয়; মহাযাজকগণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব অনুশীলন করতেন। নবসন্ধিতে (হিব্রুদের কাছে পত্রে) কেবল যীশুই 'মহাযাজক' বলে অভিহিত। পত্রটি এই সত্য সমর্থন করে যে, তিনিই মাত্র প্রকৃত মহাযাজক, যেহেতু শুধু তাঁরই যজ্ঞ ফলপ্রসূ হল, শুধু তিনিই স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে প্রবেশাধিকার-প্রাপ্ত, শুধু তিনিই মধ্যস্থ; বস্তুতপক্ষে তিনি নিজেকেই উৎসর্গ করলেন (২ মাকা ৩:১; যোহন ১৮:১৩; হিব্রু ২:১৭; ৭:২৬–২৮; ৯:১১–২৮)।

মাংস: মাংস বলতে বহুবার মানবস্বরূপ বোঝায়, বিশেষভাবে মানবস্বরূপের মধ্যে যা কিছু দুর্বল ও ক্ষয়শীল, তা-ই। 'মাংস' হিসাবে সৃষ্টবস্তু জীবনবিহীন, কেবল প্রাণ বা আত্মার উপস্থিতিতেই তা জীবনময় হয়ে ওঠে (আদি ২:২৩; ৬:১৭; ইসা ৪০:৬; যোহন ৩:৬; ৬:৬৩; রো ৮)।

মাথা: নবসন্ধিকালের ধারণায়, মাথাটাই ছিল দেহের জীবনের উৎস, আবার মাথায়ই বিরাজ করত মানুষের মন। এজন্য খ্রীষ্ট নিজ দেহ-মণ্ডলীর মাথা বলে অভিহিত: তিনি মণ্ডলীর জীবনের উৎস, তাঁর মন অনুসারেই মণ্ডলীর চলা উচিত (এফে ১:২২; ৪:১৬; ৫:২৩; কল ১:১৮; ২:১৯)।

মানবপুত্র/মানবসন্তান: এ আরামীয় ভাষার এমন বলার ভঙ্গি যা দ্বারা বক্তা জোর দিয়ে নিজের কথা তুলে ধরতে চান। যীশু নিজের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রায়ই এই নাম ব্যবহার করেন। আরও, দানিয়েল পুস্তকের উপর ভিত্তি করে সুসমাচার নামটাকে যীশুর গৌরবেরই এক নাম বলে ব্যবহার করে (দা ৭:১৩; মথি ৮:২০; ১৩:১৩; ২৫:৩১; ২৬:৬৪; শিষ্য ৭:৫৬; প্রত্যা ১:১৩)।

মুক্তিকর্ম: প্রাক্তন সন্ধিতে, জ্ঞাতি-সম্পর্কের জোরে মুক্তিসাধক যে কর্ম সাধন করতে বাধ্য, তা-ই মুক্তিকর্ম বলে (দ্রঃ রুথ পুস্তক)। মিশর ও বাবিলন থেকে ইস্রায়েলের মুক্তি এই ধারণা অনুসারেই বর্ণিত। নবসন্ধিতে খ্রীষ্ট নব-

ইস্রায়েলের মুক্তিকর্ম সাধন করে প্রাচীন বিধানের জোয়াল থেকে ও পাপ থেকেই মানুষকে মুক্ত করেন। মানবজাতির তেমন মুক্তিকর্ম সাধন করায় যীশু দেখান তিনি সকল মানুষের ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি (দ্বিঃবিঃ ৭:৬–৮; সাম ৪৪:২৭; যেরে ৩১:১১; মার্ক ১০:৪৫; লুক ১:৬৮; রো ৩:২৪; ১ করি ৬:২০; কল ১:১৩; ১ পি ১:১৮)।

মুক্তিসাধক: হিব্রু শব্দটা এমন ব্যক্তির কথা ইঙ্গিত করে, যে ব্যক্তি ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি-সম্পর্কের জোরে বিপদাপন্ন আপন যে কোন আত্মীয়ের মুক্তি আদায় করতে বাধ্য (দ্রঃ রুথ পুস্তক)। ঈশ্বর ঠিক এই অর্থেই ইস্রায়েলের মুক্তিসাধক, অর্থাৎ ইস্রায়েলের ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি বলে তার মুক্তি আদায় করা তাঁরই দায়িত্ব। (যোব ১৯:২৫; সাম ১৯:১৫; ইসা ৪১:১৪)।

মৃত্যু: প্রাচীনকালে ইস্রায়েলীয়দের কাছে মৃত্যু ছিল 'পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার' শামিল। মৃতদের স্থান ছিল পাতাল, আর সেখানে তারা ছায়াময় জীবন যাপন করত। কিন্তু আস্তে আস্তে এই ধারণার উদয় হল যে, যেহেতু ঈশ্বর আপন ভক্তজনদের একা ফেলে রাখতে পারেন না, সেহেতু মৃত্যুর পরে নতুন ধরনের এক জীবন থাকবেই যেখানে দুর্জনেরা শাস্তি পাবে ও ধার্মিকেরা পুরস্কার ভোগ করবে। সাধু পলের ধারণায়, মৃত্যু হল খ্রীষ্টের সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষণ (আদি ২৫:৮; যোব ১৯:২৫–২৬; সাম ৬:৬; ১৬:১১; ইসা ৫৩; দা ১২:২; মার্ক ১২:২৭; ফিলি ১:২১–২৩)।

মেষপালক: মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলোতে রাজারা ও জননায়কেরা 'মেষপালক' বলে অভিহিত ছিলেন। নবী এজেকিয়েল এমন মেষপালকের কথা তুলে ধরেন, যিনি মসীহকালে আপন মেষপাল প্রভুর নামেই পালন করবেন ও সন্ধি নবায়ন করবেন। যীশু বারবার মেষপালকের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেন, এমনকি তাঁর দাবি তিনি নিজেই উত্তম মেষপালক (যেরে ২৩:১–৬; এজে ৩৪; জাখা ১১:৪–১৭; মথি ১৮:১২–১৪; মার্ক ৬:৩৪; যোহন ১০)।

মেষশাবক: যোহন-রচিত সুসমাচারে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের মেষশাবক বলে উপস্থাপিত; সুতরাং যীশু হলেন পাস্কা-মেষশাবক যা মানবমুক্তির জন্য বলীকৃত; আবার তিনি হলেন সেই প্রভুর দাস যিনি মেষশাবকের মত জবাইখানায় চালিত হলেন (যাত্রা ১২:৫; লেবীয় ১৪:১০; ইসা ৫৩:৭; যোহন ১:২৯; ১৯:৩৬; ১ পি ১:১৯)। প্রত্যাদেশ পুস্তকও এমন মেষশাবকের কথা উল্লেখ করে, যে মেষশাবক বলীকৃত কিন্তু একাধারে জীবিত ও সিংহাসনে আসীন; কিন্তু এখানে ব্যবহৃত গ্রীক শব্দটা সুসমাচারে ব্যবহৃত শব্দের চেয়ে ভিন্ন (প্রত্যা ৫:৬; ১৭:১৪; ২১:২৭)।

যজ্ঞ: প্রাক্তন সন্ধির যজ্ঞ-সংক্রান্ত বিধান ও বিধিনিয়ম লেবীয় পুস্তকে সঙ্কলিত (লেবীয় ১–৭)। পরবর্তীকালে নবীগণ ভণ্ডামি ও অন্যায্যতার প্রতি অন্ধতার ভিত্তিতে যজ্ঞ-প্রথার সমালোচনা করেন। যীশু যজ্ঞবলি রূপে নিজেকে উৎসর্গ করলেন ও নিজ রক্তক্ষরণে নবসন্ধি স্থির করলেন; এভাবে তিনি প্রাক্তন সন্ধির যজ্ঞ-প্রথার উদ্দেশ্যের সিদ্ধি ঘটান ও সেই যজ্ঞ-প্রথার সমাপ্তি ঘোষণা করেন (সাম ৫০; ইসা ১:১০–১৭; হো ৬:৪–৫; মথি ২৬:২৬–২৯; এফে ৫:২, ২৫; হিব্রু ৭–১০)।

যাজক: প্রাক্তন সন্ধিতে যাজকত্বের তিনটে দিক উপস্থাপিত: যাজক হল ঈশ্বরের গৃহের মানুষ, সে পরাৎপরের কাছে এগিয়ে যেতে অধিকারপ্রাপ্ত (যাত্রা ২৮:৪৩; ২৯:৩০; গণনা ১৮:১–৭); যাজক ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসন্ধান করে ও তাঁর সিদ্ধান্ত ও বিধিনিয়ম ঘোষণা করে (দ্বিঃবিঃ ৩৩:৮; লেবীয় ১০:১১; মালাখি ২:৭); যাজক যজ্ঞবলি উৎসর্গ করে (লেবীয় ১; ৪; ৯; প্রভৃতি)। প্রাক্তন সন্ধির যাজকত্ব নবসন্ধিতে আর স্থান পায় না, কেবল যীশু ও খ্রীষ্টীয় জনগণই 'যাজক' বলে অভিহিত (হিব্রু ৫:৬; ৭:১৬; ১০:২১; প্রত্যা ১:৬; ৫:১০)। মণ্ডলীর পরিচালনায়

নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ নবসন্ধিতে প্রবীণবর্গ বলে অভিহিত।

রক্ত: রক্ত প্রাণের শামিল বিধায় তা ঈশ্বরেরই; ফলত তা খাওয়া যাবে না। তেমন রহস্যময় অর্থের কারণেই শপথ, সন্ধি-সম্পাদনে ও শুচীকরণের সময়ে রক্ত ব্যবহৃত। ইস্রায়েলের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধিই বিশেষভাবে রক্তে সম্পাদিত; এবং নবসন্ধিও খ্রীষ্টের রক্তে সাধিত। তাছাড়া খ্রীষ্টের রক্ত পাপমোচন সাধন করে; এমনকি সেই রক্ত হল মানবজাতির মুক্তিমূল্য (আদি ৯:৬; যাত্রা ২৪:৮; লেবীয় ১:৫; মথি ২৬:২৮; এফে ১:৭; হিব্রু ৯:১২–১৫)।

রহস্য: শব্দটা সাধু পল দ্বারাই বিশেষভাবে ব্যবহৃত। তাঁর ধারণায়, রহস্য হল ঈশ্বরের সেই গুপ্ত ও সনাতন পরিকল্পনা যা চরমকালে প্রকাশিত হওয়ার কথা। রহস্যটি খ্রীষ্টেই বাস্তব রূপ প্রকাশ পেয়েছে, এবং তা খ্রীষ্ট-সংক্রান্ত সমস্ত কিছুতেও বিদ্যমান, যেমন যীশুর ক্রুশ, তাঁর পুনরুত্থান, বর-খ্রীষ্ট ও কনে-মণ্ডলীর মধ্যকার মিলন, সকল জাতির কাছে প্রচারিত পরিত্রাণের বাণী, খ্রীষ্টের প্রতি নিখিল বিশ্বের আনুগত্য-স্বীকার ইত্যাদি প্রসঙ্গ (রো ১৬:২৫; ১ করি ২:৮; এফে ১:৯–১০; ৩:৩–১২)।

রাজা/রাজ্য: ঈশ্বরের আপন জনগণ সেই ইস্রায়েলের প্রকৃত রাজা একজনমাত্র, তিনি ঈশ্বর প্রভু। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে এমনটি ঘটল যে, তাদের মধ্যে মর্ত-রাজাও দেখা দিলেন। ঈশ্বরের মনোনীত রাজা দাউদ হলেন এমন ভাবী রাজার দৃষ্টান্তস্বরূপ যিনি একদিন ইস্রায়েলে, এবং সমগ্র জগতেও, ঈশ্বরের রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। আপন বাণীপ্রচারে এবং পীড়িত ও অপদূতগ্রস্ত মানুষকে নিরাময় করে যীশু দেখালেন ঈশ্বরের সেই রাজত্ব উপস্থিত। সুতরাং নবসন্ধির 'ঈশ্বরের রাজ্য' শব্দটা কোন স্থান নয়, বরং ঈশ্বর নিজে রাজত্ব করেন তেমন ধারণার দিকেই অঙুলি নির্দেশ করে (১ সামু ৮:১–৯; সাম ৯৩; ৯৭; ইসা ১১:১–৯; এজে ৩৪:২৩; মথি ২৫:৩১; মার্ক ১:১৫; ৪:২৬–৩২; ১১:১০)।

শয়তান: হিব্রু শব্দটার সাধারণ অর্থই 'বিপক্ষ' বা 'প্রতিদ্বন্দ্বী'; তাকেও 'শয়তান' বলে, ঈশ্বরের পক্ষ থেকে যে মানুষকে পরীক্ষা করে। বাইবেলে প্রথমবারের মত ১ বংশ ২১ অধ্যায় এক পদে শব্দটা ব্যক্তি-বিশেষের একটা নাম বলে উপস্থাপিত। নবসন্ধিতে শয়তানকে 'দিয়াবল' নামেও ডাকা হয় (দিয়াবল শব্দের অর্থই অভিযোগকারী); শয়তান-দিয়াবল অসতের দিকে উসকানি দেয় ও এমন দাবি রাখে, সে নিজেই জগতের অধিপতি (১ রাজা ৫:১৮; যোব ১:৬; ২:১; জাখা ৩:১–২; মথি ৪:১; ১৩:১৯; ২৫:৪১; যোহন ৮:৪৪; ১ যোহন ৩:৮–১০)।

শান্তি: বাইবেলে শান্তি হল জীবন-পূর্ণতা, মসীহের শ্রেষ্ঠ দান। এই অর্থেই খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের শান্তির বন্ধন, এবং সুসমাচার হল শান্তির বাণী (সাম ১২২:৬–৮; ইসা ৯:৫–৬; ৪৮:১৮; মিখা ৫:৪; লুক ১:৭৯; ২:১৪, ২৯; ৭:৫০; ২৪:৩৬; যোহন ১৪:২৭; এফে ২:১৪–১৬)।

শাস্তি: দ্রঃ 'প্রভুর ক্রোধ'।

শুচিতা: প্রাক্তন সন্ধির ধর্মানুষ্ঠান-রীতিতে শুচিতা-অশুচিতা সংক্রান্ত সমস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অশুচি মানুষ নৈতিক দিক দিয়ে অপরাধী না হলেও তবু তার সেই অশুচিতার কারণে যে কোন ধর্মানুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত ছিল। দৈহিক কোন দুর্বলতা নয়, নৈতিক দুরাচারই মানুষকে ঈশ্বর থেকে বঞ্চিত করে, এই ভিত্তিতে যীশু তেমন নিষেধাজ্ঞা বাতিল করলেন, আর আদি খ্রীষ্টমণ্ডলী এই ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করল (লেবীয় ১১–২২; মার্ক ৭:১২–২৩;

শিষ্য ১০:৯–১৬; ১৫:১৯–২৯; রো ১৪:১৪)।

শৈল: শৈলের দৃষ্টান্ত অবিচল ও বিশ্বাসযোগ্য অবলম্বনের কথা তুলে ধরে, সুতরাং স্বয়ং ঈশ্বরই শৈল (সাম ১৮:৩; ৯৫:১); খ্রীষ্টও শৈল (১ করি ১০:৪); পিতরের স্বীকারোক্তিও (কিংবা পিতরও) সেই শৈল যার উপরে খ্রীষ্ট আপন মণ্ডলী গেঁথে তুললেন (মথি ১৬:১৮)।

সত্য: প্রাক্তন সন্ধিতে ঈশ্বর নানা দৃষ্টান্তে যত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা যীশুতে সিদ্ধিলাভ করল: যীশুই সত্যকার আঙুরলতা, স্বর্গ থেকে আগত সত্যকার রুটি, সত্যকার মেষপালক, সত্যকার আলো; এমনকি তিনি নিজেই সত্য, এবং তাঁর আত্মা তাঁর সকল অনুগামীদের পূর্ণ সত্যের মধ্যে চালনা করবেন, আর তখন সত্য তাদের পবিত্রিত ও মুক্ত করবে (যোহন ৮; ১৪:৬; ১৭:১৭–১৯; ২ করি ৬:৭; এফে ৪:২১)।

সন্ধি: সন্ধির মধ্য দিয়ে দু' পক্ষ নানা শর্ত মেনে নেবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। প্রাক্তন সন্ধিকালে সন্ধিটা শপথ বা রক্ত দ্বারা স্থির করা হত। আব্রাহামের সঙ্গে সন্ধি স্থির করার সময়ে ঈশ্বর যে যে শর্ত মেনে নেবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই শর্তগুলো হল ইস্রায়েলের সমস্ত প্রত্যাশার ভিত্তি; সিনাই পর্বতেও রক্তক্ষরণে সাধিত একটা সন্ধি স্থির করা হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল হয়ে উঠেছিল ঈশ্বরের আপন জনগণ; নবীদের ভাষায় ঈশ্বরের সঙ্গে সন্ধি হল বিবাহ-বন্ধনের শামিল; কিন্তু ইস্রায়েল শর্তগুলো না মেনে সন্ধি ভঙ্গ করল; নবী যেরেমিয়াই বিশেষভাবে নতুন এক সন্ধির কথা উত্থাপন করেন, যে সন্ধি পাথরে নয়, মানুষের হৃদয়েই লিপিবদ্ধ হবে। ক্রুশে নিজ রক্তক্ষরণেই যীশু সিনাই পর্বতের সন্ধির পরম সিদ্ধি ঘটান, এবং একাধারে নবীদের দ্বারা পূর্বঘোষিত নবসন্ধিও উপস্থিত করেন (আদি ১৫:১; যাত্রা ১৯:৫; ২৪:৪–৮; যেরে ৩১:৩১; এজে ৩৬:২৭; মথি ২৬:২৮; মার্ক ১৪:২৪; হিব্রু ৮:৬)।

সন্ধি-মঞ্জুষা: তা ছিল একটা কাঠের বাক্স যার মধ্যে সাক্ষ্যলিপি রাখা হত; মরুপ্রান্তরে যাত্রাকালে ইস্রায়েলীয়েরা তা সঙ্গে করে বহন করত, তা ছিল তাঁর আপন জনগণের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতীক। মঞ্জুষাটির উপরে বসানো ছিল সোনার 'প্রায়শ্চিত্তাসন', আর সেইখানে, তাদের ধারণায়, ঈশ্বর সমাসীন থাকতেন। মঞ্জুষাটি ছিল যুদ্ধকালে ঈশ্বরের রক্ষার নিশ্চয়তা-স্বরূপ। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৭ সালে সন্ধি-মঞ্জুষাটি হারিয়ে যায় (যাত্রা ২৫:১০; লেবীয় ১৬:১৩; গণনা ১০:৩৩; ১ সামু ৪:১১; ২ সামু ৬; ১ রাজা ৮:৬)।

সাব্বাৎ: প্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত সাপ্তাহিক বিশ্রামবার; তেমন দিনে মানুষ অন্য যে কোন কর্ম বা সামাজিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত; সাব্বাৎ দিনের এই পবিত্রতার উদ্দেশ্য, মানুষ যেন নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত করতে পারে (আদি ২:২; যাত্রা ২৩:১২; নেহে ১৩:১৫; মথি ১২:১)।

সিদ্ধি: দ্রঃ 'পূর্ণতা'।

সৃষ্টি: বাইবেলে 'সৃষ্টি' শব্দটা কেবল ঈশ্বরের বেলায় ব্যবহৃত; অর্থাৎ কোন মানুষ কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, কেবল ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা; অন্য কথায়, মানুষ কিছুটা তৈরি বা নির্মাণ করতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিশক্তি তার নেই, যেহেতু সৃষ্টি বলতে জীবনমণ্ডিত করাই বোঝায়, আর মানুষের নির্মিত বস্তু জীবনমণ্ডিত নয়। অতএব স্রষ্টা বলে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট বস্তুকে জীবনমণ্ডিত করে তার যত্নও নেন, পাছে সৃষ্টবস্তুর মৃত্যু ঘটে। একথা ছাড়া বাইবেল এ সত্যও স্মরণ করায় যে, স্রষ্টা হওয়ায় কেবল ঈশ্বরই আরাধনার যোগ্য, কোন সৃষ্টবস্তু আরাধনার যোগ্য নয়। প্রাক্তন সন্ধির

পরবর্তীকালীন পুস্তকগুলোতে আমরা দেখি যে ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞা বা বাণী দ্বারাই নিখিল সৃষ্টি করলেন। খ্রীষ্টই সেই স্রষ্টা-বাণী; আরও, পুনরুত্থান করে তিনিই নবসৃষ্টির আদর্শ (আদি ১–২; সাম ১০৪; প্রবচন ৮:২২; যেরে ১৮:৬; যোহন ১:৩; কল ১:১৫–১৮)।

স্বর্গ: প্রাচীন হিব্রু ঐতিহ্য অনুসারে স্বর্গ ছিল ঈশ্বরের বাসস্থান। পরবর্তীকালে, সম্মানের খাতিরে 'ঈশ্বর' পবিত্রতম নামটি উচ্চারণ না করার জন্য তারা 'স্বর্গ' শব্দটি ব্যবহার করতে লাগল ('যাজকেরা ··· স্বর্গেরই কাছে মিনতি জানাচ্ছিল' ২ মাকা ৩:১৫)। হিব্রুভাষী বিশ্বাসীদের কাছে 'স্বর্গরাজ্য' কথাটা যথেষ্ট বোধগম্য ছিল, কিন্তু ভিন্ন ঐতিহ্যের মানুষের জন্য সুসমাচার লিখতে গিয়ে সাধু লুক 'ঈশ্বরের রাজ্য' কথাটাই প্রয়োগ করেন, পাছে শ্রোতারা মনে করে রাজ্যটি এমন স্থান যা স্বর্গে, উর্ধ্বাকাশেই স্থিত (আদি ১:৬–৮; যোব ২২:১২–১৩; সাম ১১:৪; মথি ৩:২, ১৬; ৬:২০; ফিলি ৩:২০)।

স্বাধীনতা: খ্রীষ্ট মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্যই এলেন। খ্রীষ্টবিশ্বাসী স্বাধীনতার জন্যই আহূত, যাতে সেই একমাত্র প্রভুরই সেবা করে যিনি ঈশ্বর (রো ৬:১৫–২২; ১ করি ৭:২১–২২; এফে ৬:৫–৯)।

হৃদয়: বাইবেলের ভাষায় হৃদয় হল মানুষের যত চিন্তা, অনুভূতি, সিদ্ধান্ত ও ধর্মীয় সচেতনতার উৎস; সুতরাং মানুষ হৃদয়গভীরেই ঈশ্বরকে অনুভব ও অন্বেষণ করে, তাঁর বাণী শোনে, তাঁর প্রশংসা করে ও তাঁকে ভালবাসে (দ্বিঃবিঃ ৬:৫; সাম ৫১:১২; যেরে ৩১:৩১; এজে ৩৬:২৬)।